মেহেরপুরে বিএডিসি’র চুক্তিবদ্ধ চাষি ফোরামের মানববন্ধন

বিএডিসি কর্তৃক আমন ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য বর্তমান বাজার তুলনায় কম মূল্য নির্ধারণ করায়
মেহেরপুর বিএডিসি’র চুক্তিবদ্ধ চাষি ফোরামের উদ্যোগে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন মেহেরপুর জেলা বীজ ভবন প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি এর চুক্তিবদ্ধ চাষী ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষী। বিএডিসির নিয়ম নীতি অনুসরণ করে আমরা অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন প্রকার ফসলের বীজ উৎপাদন করে যথাসময়ে বিএডিসি’র নিকট সরবরাহ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় করোনাকালীন সময়ে সরকার চাষিদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিলেও আমরা এর আওতা বহির্ভূত। উপরোক্ত বর্তমান বাজারের তুলনায় বিএডিসি কর্তৃক আমন বীজের সংগ্রহ মূল্য নিতান্তই কম হওয়ায় আমরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন।

এছাড়াও বিএডিসি কেন্দ্রে বীজ দেওয়ার ৪-৬ মাস পরে মূল্য পরিশোধ করে। বীজের মূল্য বৃদ্ধি না করা হলে আমরা বিএডিসি এর বীজ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া সহ বিএডিসি কর্তৃপক্ষে চাষীদের বীজ ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান। মানববন্ধন পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিএডিসি উপপরিচালক (বীপ্রকে), উপপরিচালক (কঃগ্রোঃ) বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আটপাড়া থানার ওসি জাফর ইকবাল জানান, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই ওই শিশুর মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সাইদুর রহমান আর নেই

করোনায় প্রাণ গেল কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি ও ছাত্র উপদেষ্টা ড.সাইদুর রহমানের (৫৭)।
আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টার সময় রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।
ড. সাইদুর রহমান মেহেরপুর শহরের শাহজীপাড়ার মৃত হেমায়েত উদ্দিন হিমুর ছোট ছেলে। ড. সাইদুর রহমান মেহেরপুর সরকারি উচচ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। সর্বশেষ তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।
ড. সাইদুর রহমানের লাশ ঢাকা থেকে প্রথমে শ্শুরবাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকুপা, পরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তারপরে কুষ্টিয়াতে নেওয়া হবে। সবশেষে তাঁর জন্মভিটা মেহেরপুরের শাহজীপাড়ায় নেওয়া হবে। সেখানে সবশেষ জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে অটো রাইস মিল অনার্স এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে অটো রাইস মিল অনার্স এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্র্ক মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অটো রাইস মিল অনার্স এসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.কে.এম খোরশেদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজ মিয়া এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক। বক্তারা, সরকারের কাছে তাদের দাবি আদায়ে সংগঠনের নেতা কর্মীদের আরও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। সেই সাথে নিরাপদ চাল উৎপাদন ও ভেজাল রোধে মিল মালিকদের স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায় করার পরামর্শ প্রদাণ করেন। মতবিনিময় সভায় ঝিনাইদহসহ দেশের ২০ টি জেলার চালকল মালিকরা অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে ঘর পেল অরও ১০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার

ঝিনাইদহে ১০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে গুচ্ছগ্রামের ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে সদর উপজেলার ফকিরাবাদ গ্রামের ‘বঙ্গবন্ধু পল্লী ও ধানমন্ডি-৩২’ গুচ্ছগ্রামের ঘর পাওয়া সুবিধাভোগিদের মাঝে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ, সদর উপজেলা কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, এসিল্যান্ড খাঁন মোঃ আব্দুল্লা আল মামুন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শরিফুল

হক, এমএম নুরুন্নবী, তানভীর হাসান তুরান, কামরুজ্জামান সরকার, ভূমি কর্মকর্তা এমএ কাইয়ুম মুক্ত, পাগলাকানাই ইউপি চেয়ারম্যান এ কে এম নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য আসাদুজ্জামান সুজন, চান মিয়া, নাজিম উদ্দিন বিশ্বাস ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সালেহ বেগম। আলোচনা সভা শেষে লটারির মাধ্যমে সুবিধাভোগিদের ঘর বিভাজন করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নতুন ঘর বুঝে পেয়ে খুশি হতদরিদ্র পরিবারগুলো।

দামুড়হুদার কাদিপুরে সাহাবুদ্দীন হাসুয়ার কোপে রক্তাত জখম: থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুল্লার হাসুয়ার কোপে কাদিপুর গ্রামের সহাবুউদ্দীন রক্তাত জখম হওয়ার ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ হয়েছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের মৃত ফেলু মালিতার ছেলে সাহাবদ্দীন বেনাগাড়ি মাঠে প্লাস্টিকের পাইপের মাধ্যমে ধান ক্ষেতে পানি নিচ্ছেলো।
এ সময় গোবিন্দপুর গ্রামের দুলুর ছেলে আব্দুল্লার জমির উপর দিয়ে পাইপ যাওয়ায় রাগান্বিত হয়ে সাহাবুদ্দীনকে গালিগালাজ করতে থাকেন। পরে সাহাবুদ্দীন গালিগালাজ করতে নিষেধ করলে আব্দুল্লা দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে সাহাবুদ্দীনের মাথায় কোপ মারলে রক্তাত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার ডাক চিৎকারে মাঠের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন তার মাথায় মারাত্মক আঘাত হয়েছে, সেলাই দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখেন। পরে দামুড়হুদা মডেল থানায় আহত সাহাবুদ্দীনের ছেলে ঠান্ডু বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে আহতের অবস্থা খারাপ হলে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন বলে আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল খালেক জানান সাহাবুদ্দীন নামের এক জনকে কোপ মেরে আহতের ঘটনায় তার ছেলে

ঠান্ডু বাদী হয়ে আব্দুল্লার নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিউরের বাড়িতে স্ত্রীর দাবী নিয়ে ১ সন্তানের জননীর অবস্থান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিএসসি শিক্ষক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হরিরামপুর গ্রামের মাঝপাড়ার আকের মন্ডলের ছেলে মতিউর এর বাড়িতে মেহেরপুর থেকে ১ সন্তানের জননী তার স্ত্রীর দাবী নিয়ে গতকাল বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে তার বাড়িতে অবস্থান নেই। পরে মেয়েটিকে শারিরীক নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে মতিউরসহ তার পরিবারের লোকজন।
গ্রামের বেশ কয়েকজন নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান মেয়েটি দাবী করে ২০০৮ সালে তাকে মতিউর বিয়ে করে। তার একটি সন্তানও রয়েছে। মতিউরের সংসারে স্ত্রী ও তার পক্ষের দুটি সন্তান রয়েছে। ঘটনার পর থেকেই শিক্ষক মতিউর আত্মগোপনে রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে মতিউরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্যর সাথে কথা বললে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন মেহেরপুর থেকে একটা মেয়ে এসেছিলো তার স্ত্রীর দাবী করে। এ বিষয়ে জানতে নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বললে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। তবে তিনি জানান মতিউর মাস্টারের মোবাইল তার চাচারা নিয়ে নিয়েছে তার সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছেন না তিনি।

আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আলতাব হোসেনের মৃত্য

আলমডাঙ্গা বাজারের বিশিষ্ট কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ী হাজী আলতাব হোসেন বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যবরণ করেছেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৬টার দিকে নিজ বাস ভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (৭৮)। (ইন্না লিল্লাহি —– রাজিউন)। হাজী আলতাব হোসেন মিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় বিছানাগত ছিলেন। গতকাল বাদ আসর আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানের মাঠে জানাজা অনুষ্টিত হয়। জানা যায় অংশ গ্রহণ করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন, সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, সাবেক পৌর মেয়র আলহাজ্ব মীর মহিউদ্দিন, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল, আলহাজ্ব আব্দুল হাই, আলহাজ্ব রইছ উদ্দিন, আলহাজ্ব শফিউদ্দিন, জেলা পরিষদ সদস্য আবু মুসা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন,বাবলু মিয়া,সরকারি কলেজের প্রভাষক জামাল উদ্দিন, সাবেক ওসি মতিয়ার রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ, শেখ আমানুল্লাহ, কাউন্সিলর কাজী আলী আসগর সাচ্চু, এ্যাডঃ মুকুল, এ্যাডঃ আব্দুর রউফ, আলহাজ্ব আলাউদ্দিন মিয়া, জাইদুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক হামিদুল আজম, আলহাজ্ব ফকির মোহাম্মদ, শেখ আব্দুল জব্বার, সাবেক ব্যাংকার আলহাজ্ব মহিউদ্দিন প্রমুখ।
জানাযা পড়ান মওঃ আব্দুল কাদের। জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়। মৃত্য কালে স্ত্রী, ৫ছেলে, ২মেয়ে,আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলমডাঙ্গায় একই ব্যক্তির

বিরুদ্ধে মারামারির ঘটনায় পৃথক দুটি থানায় অভিযোগ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়ার কাউসুল কাউনাইনকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৬ টার দিকে বাবুপাড়ার বিটেম মাঠ প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আফজাল হোসেনকে বাদী করে অজ্ঞাত ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকা বাবুপাড়ার ইফতেখারুলের ছেলে কাউসুল কাউনাইনের সাথে একই এলাকার কোর্টপাড়ার সিরাজুল ইসলাম তুফানের ছেলে আফজাল হোসেনের সাথে দীর্ঘদিন পূর্ব শত্রুতা চলে আসছিলো।
এর ঘটনায় গতকাল বুধবার বিকেল ৬ টার দিকে কাউসুল কাউনাইন আলমডাঙ্গার বিটিম মাঠ প্রাঙ্গণে গেলে তাদের লক্ষ করে আফজালসহ অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তি তাদের উপরে ইট নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় কাউসুল কাউনাইন ও তার খালাতো ভাই আবির মাহবুব গুরুত্বর আহত হয়। তারা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে।
এদিকে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আফজাল হোসেন একই এলাকার সুমনকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। সুমন তার জীবন রক্ষার্থে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আফজালের এ অপরাধ প্রবণতার কারণে সুমন ও কাউসুল কাউনাইন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।